Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXIV, June 2017

লিও টলস্টয়ের শিল্পদর্শন : একটি নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মো. শওকত হোসেন*

[**সার-সংক্ষেপ:** শিল্পের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও সমাজের অগ্রগতি সাধনের কথা যেসকল শিল্পতাত্ত্বিক অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেছেন লিও-টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শিল্পতত্ত্বে 'কলাকৈবল্যবাদী'দের বিপরীতে তাঁর অবস্থান। শিল্পকে তিনি মানবকল্যাণের উপায় বা মাধ্যম হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। এছাড়া শিল্পে শ্রেণিহীন-চেতনার লালন ও সর্বজনবোধ্য করণের প্রতিও তাঁর প্রয়াস লক্ষণীয়। তিনি শিল্পকে কোন অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বাস্তবতার নিরীখে দেখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সর্বপ্রকার অতিরঞ্জন ও সত্যমূল্যহীন অনান্তরিক শিল্পচর্চাকে অনুৎসাহিত করেন। বর্তমান প্রবন্ধে লিও-টলস্টয়ের শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর মতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে একমত পোষণ করা হলেও তাঁর প্রায়োগিকতা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে।]

কেবল শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়, শিল্প বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনায়ও লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০ খ্রি.)-এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। লিও টলস্টয়-এর মতে, নন্দনতত্ত্ব কেবল সৌন্দর্যের আলোচনা নয়। এটি কেবল আনন্দ প্রদান বা বিনোদনের বিদ্যাই নয়। নন্দনতত্ত্ব শিল্প বিষয়ে এক পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আলোচনা তুলে ধরবে। এই আলোচনা হবে মানুষের সার্বিক অভিজ্ঞতা ও অবস্থা প্রকাশের মাধ্যম। তিনি শিল্পের আলোচনাকেই মুখ্য হিসেবে স্থান দিয়েছেন তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায়।

* ড. মো. শওকত হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

লিও টলস্টয় তাঁর *What is Art* নামক গ্রন্থে প্রথমেই নিজের থেকে কোন সংজ্ঞা দিয়ে শিল্প সম্পর্কিত তাঁর মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তিনি সাধারণভাবে শিল্পের নানা ধরন তুলে ধরে কোন্ কোন্ বিষয়কে আমরা ব্যবহারিক জীবনে শিল্প বলে চিহ্নিত করে থাকি তার বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, শিল্পের সংজ্ঞা দিতে হলে এমন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে যার মাধ্যমে সব ধরনের শিল্পকে বুঝানো যাবে। এ ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিকভাবে প্রদানকৃত প্রধান প্রধান সংজ্ঞাসমূহ নিয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনা করার প্রয়াস নেন, এবং এ সংজ্ঞাগুলোকে কতগুলো শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। প্রথমেই তিনি দেখান যে, এক শ্রেণির শিল্পতাত্ত্বিক 'সৌন্দর্য' ধারণার মাধ্যমে শিল্পের সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন। এরা 'সৌন্দর্য'-কে শিল্পের মূল বিষয় বলে চিহ্নিত করে দেখান যে, শিল্পে মূলত সৌন্দর্যেরই প্রকাশ করা হয়। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষও মনে করেন, "Art is that activity which manifests beauty."[১] কিন্তু তিনি দেখান যে, যারা সৌন্দর্যের মাধ্যমে শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে চান তাদের মধ্যে সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণারই কোন ঐক্যমত্য নেই। সৌন্দর্য বলতে একদল দার্শনিক বস্তুগত সত্তা (objective reality) বুঝে থাকেন। তাদের মতে, সৌন্দর্য নামক কোন ধারণা, প্রত্যয়, বিশুদ্ধ সত্তা, ঈশ্বর ইত্যাদি রয়েছে। এ ধরনের সৌন্দর্য স্বকীয়ভাবে অস্তিত্বশীল (existing in istself)।[২] সৌন্দর্যের এই ধরনের সংজ্ঞায়নকে টলস্টয় সৌন্দর্যের বস্তুগত সংজ্ঞা (objective definition) বলেছেন। এই সংজ্ঞাকে তিনি বস্তুগত-মরমী সংজ্ঞা (objective -mystical definition) বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[৩] তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনকালের মানুষের (people of the older generation) মধ্যে এই সংজ্ঞার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকতর ছিলো। অন্যদিকে, দ্বিতীয় এক ধরনের সৌন্দর্যের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে যেখানে সৌন্দর্যকে ব্যক্তিমানুষের আনন্দের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। এখানে সৌন্দর্যের সাথে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের বিষয়টি জড়িত। টলস্টয় এই ধরনের সংজ্ঞাকে আত্মগত সংজ্ঞা (subjective definition) এবং সরল (simple) সংজ্ঞা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মানুষ এই ধরনের সংজ্ঞায়ন পছন্দ করেন।[৪]

টলস্টয় দেখান যে, সৌন্দর্যের ধারণার মাধ্যমে শিল্পের সংজ্ঞায়ন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কোন ঐক্যমত্যে আজ অবধি শিল্পতাত্ত্বিকরা পৌঁছাতে পারেননি। এমনকি সৌন্দর্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়নের চেষ্টার কারণেই এ পর্যন্ত শিল্পের ওপর অনেক আলোচনা হলেও একটি সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করা

সম্ভব হয়নি। তাঁর ভাষায়: "... despite the mountains of books written on art, no precise definition of art has yet been made. The reason for this is that the concept of beauty has been placed at the foundation of the concept of art."[৫]

এ পর্যায়ে টলস্টয় সৌন্দর্যের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত না করে যারা শিল্পকে সংজ্ঞায়ন করতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের সংজ্ঞায়ন পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এই সকল সংজ্ঞায়ন প্রচেষ্টাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, তা হলো: বিবর্তনমূলক শরীরবৃত্তিয় সংজ্ঞা (physiological- evolutionary definition), প্রায়োগিক সংজ্ঞা (practical definition) এবং সাম্প্রতিক সংজ্ঞা (recent definition)।[৬] বিবর্তনমূলক শরীরবৃত্তিয় সংজ্ঞা বিশ্লেষণে টলস্টয় দেখান যে, এটি হলো শিল্প বিষয়ক এমন মতবাদ যেখানে শিল্পকে একটি শারীরিক আচরণ প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়– যা প্রাণিকুলের মধ্যে যৌনতা ও খেলার প্রবণতা আকারেও প্রকাশিত হয় অথবা স্নায়ুতান্ত্রিক উত্তেজনামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। তাঁর ভাষায় এ মতবাদ অনুযায়ী : "... art is an activity already emerging in the animal kingdom out of sexuality and a propensity for play (Schiller, Darwin, Spencer), accompanied by a pleasant excitation of nervous energy (Grant Allen)."[৭] প্রায়োগিক সংজ্ঞা অনুসারে, শিল্প হচ্ছে রেখা, রং, গতি, অঙ্গভঙ্গি, শব্দ অথবা ভাষা বিষয়ক মানবীয় অভিজ্ঞতার বাহ্যিক অভিব্যক্তি।[৮] অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সংজ্ঞা বলে তিনি মূলত সুলে (sully) প্রমুখের সংজ্ঞার কথা বলেন। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিল্প কোন স্থায়ী বিষয় (permanent object) অথবা চলমান কর্মকাণ্ড (passing action) সম্পাদন, যা সম্পাদনকারী ও উপভোগকারী উভয়ের কোন ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন থেকে ভিন্নতর কোন প্রকারের সক্রিয় আনন্দানুভূতি প্রদানে সক্ষম হয়।[৯]

টলস্টয় উপর্যুক্ত তিন ধরনের সংজ্ঞাকে সৌন্দর্য নির্ভর অধিবিদ্যক সংজ্ঞার চাইতে শিল্প বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদানকারী বলে চিহ্নিত করলেও এসকল সংজ্ঞাকেও যথাযথ সংজ্ঞা নয় বলে চিহ্নিত করেন। শরীরবৃত্তিয় বিবর্তনমূলক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তিনি দেখান যে, এই সংজ্ঞায় শিল্প কি দিয়ে সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা না করে অর্থাৎ শিল্পের সারসত্তা (essence) ব্যাখ্যা না করে এর উৎস (origin) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় প্রকার সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রায়োগিক সংজ্ঞায় শিল্পের ক্ষেত্রে মূলত মানুষের আবেগের বা অনুভূতি প্রকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যদিও অন্যকে প্রভাবিত না করেও এসব অনুভূতি বা আবেগ প্রকাশিত হতে পারে। তাই, তাঁর মতে, এ ধরনের সংজ্ঞাও যথাযর্থ নয়। তৃতীয়ত, সুলে

প্রমুখের সংজ্ঞাও টলস্টয়ের নিকট যথাযথ নয়, কেননা কোন ক্রিয়ার কর্তা বা স্রষ্টা এবং তার ভোক্তা বা দর্শক উভয়কে আনন্দিত করলেই যদি তা শিল্প হয় তাহলে যাদুবিদ্যা, ব্যায়াম ও নানা রকম কৌশল যা শিল্প নয়– তাকেও শিল্পের আওতায় আনতে হয়।[১০]

এ পর্যায়ে টলস্টয় শিল্পের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ণয়ের নিমিত্তে শিল্পকে আনন্দের উপকরণ (means of pleasure) এবং মানবজীবনের কোন এক ধরনের অবস্থা (condition of human life) হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। অন্যদিকে, শিল্পকে প্রথমত মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপনের একটি উপায় বা মাধ্যম (means of communion among people) বলে দেখার প্রস্তাব দেন।[১১] তিনি মনে করেন যে, শিল্পের মাধ্যমে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। এই ঐক্য স্থাপন হয় অনুভূতি সঞ্চালনের মাধ্যমে। শিল্পের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের অনুভূতি বা কল্পিত বিষয়ের অনুভবকে অন্যের নিকট সঞ্চালন করে। কীভাবে শিল্পের সৃষ্টি হয় তা বলতে গিয়ে তিনি বলেন: "Art begins when a man, with the purpose of communicating to other people a feeling he once experienced, calls it up again within himself and express it by certain external signs."[১২] উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান যে, মনে করা যাক, কোন একটি বালক একদা একটি নেকড়ের কবলে পড়ে ভীষণ ভীতির অনুভূতি পেল। কোন ক্রমে সে নেকড়ের কবল থেকে বেঁচে আসলো। এখন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে সে যখন লিখে বা বলে অন্যের নিকট প্রকাশ করবে তখন সে নিজের এবং নেকড়ের বর্ণনা দেবে, নেকড়ে দেখে তার মনের অবস্থা কী রকম হয়েছিলো তা বর্ণনা দেবে। ঘটনা যেখানে ঘটেছিলো তার পারিপার্শ্বিকতা ব্যাখা করবে; ব্যাখা করবে তার নিজের অসতর্কতা এবং নেকড়ে ও তার দূরত্বের ভয়াবহ চিত্র। এক পর্যায়ে কীভাবে সেই নেকড়ের কবল থেকে সে বেঁচে আসতে সক্ষম হলো তারও বর্ণনা দেবে। এসব বর্ণনা যখন সে অন্যের নিকট তুলে ধরবে তখন তার বর্ণনাটি একটি গল্পের প্রকাশ ঘটাবে যার মধ্য দিয়ে বালকটির নিজের অভিজ্ঞতাকে সে অন্যের নিকট প্রকাশ করে অন্যের মনেও এক ধরনের অনুভূতির সঞ্চালন করতে সক্ষম হবে। এমনকি যদি এরকম কোন নেকড়ের কবলে সে নাও পরে অথচ কল্পনায় এরকম একটি ঘটনার সৃজন করে সে নিজে এক ধরনের অনুভূতি লাভ করতে পারে এবং তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট শ্রোতা বা পাঠকের মনেও এক ধরনের অভিজ্ঞতার সঞ্চালন ঘটাতে পারে। টলস্টয়ের মতে, এখানে ঘটনার সৃজন ও প্রকাশ এর মাধ্যমে অনুভূতির সঞ্চালনের সক্ষমতার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় শিল্প। তাঁর এই মতবাদকে অনেকে তাই সঞ্চালনবাদ বলে

আখ্যায়িত করে থাকেন। যাইহোক, এভাবে টলস্টয় শিল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সঞ্চালনবাদ প্রতিষ্ঠা করেন সেই মতবাদের আদলে শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

> To call up in onself a feeling once experienced and, having called it up, to convey it by means of movements, lines, colours, sounds, images, expressed in words, so that others experience the same feelingÍ in this consists the activity of art. Art is a human activity which consists in one man's consciously conveying to others, by certain external signs, the feelings he has experienced, and in others being infected by those feelings and also experiencing them.[১৩]

বস্তুত সংগীত, কবিতা, অভিনয়, চিত্রশিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির অনুভূতি বা ধারণা যেভাবে অন্যের কাছে তুলে ধরা যায় তা অন্য কোন মাধ্যমে পারা যায় বলে মনে হয় না। শিল্পের মাধ্যমে সর্বপ্রকার অনুভূতি সহজভাবে প্রকাশ করা যায়। এমন অনেক অনুভূতি আছে যা সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে খুব সুন্দরভাবে বা যথার্থভাবে তা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু শিল্পের মাধ্যমে যদি কোন কিছু তুলে ধরা হয় তবে তা সবার অন্তরে বিশেষভাবে দাগও কাটতে পারে। টলস্টয়ের মতে, শিল্পের দ্বারা যেমন যে কোন অভিজ্ঞতা বা বাস্তবতা প্রকাশ করা যায় তেমনি এটা যে কোন শ্রেণির মানুষের নিকটই পৌঁছানো যায়। শিল্পী মানুষের মনে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। তিনি নিজে যে অনুভূতি লালন করেন, অন্যকে তা সংক্রমন বা সঞ্চালন করেন। বিভিন্নভাবেই তিনি তা করতে পারেন। শিল্পকর্ম উপভোগকালে মানুষ হাসে, কাঁদে— এটাই শিল্পীর সার্থকতা। শিল্পের মাধ্যমে অনেক মানুষের মনে সমঅনুভূতি জাগানো সম্ভব হয়।

শিল্প এমন ধরনের বাহ্যিক প্রতীক (extermal sign) বহন করে যাতে মানুষের অনুভূতির ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। শিল্প নিছক বাহ্যিক প্রতীকই নয়, এটি অনুভূতির ঐক্য বিষয়ক বাহ্যিক প্রতীক। সাধারণভাবে আমরা কোন বাহ্যিক প্রতীককে কোন কিছু নির্দেশ করতে বা এক ধরনের তথ্য সরবরাহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি যেমন ট্রাফিক সিগনাল, এম্বুলেন্সের বিশেষ হর্ণ, কোন রাস্তা এলাকা বা ভবন নির্দেশক চিহ্ন ইত্যাদিতে এক ধরনের তথ্য থাকে বা নির্দেশনা থাকে, কিন্তু এগুলোর কোন আনন্দ-বেদনা, উত্তেজনা, আকর্ষণ, অনুপ্রেরণা ভালোলাগা, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভূতির ধারক হিসেবে কাজ করে না, বা এর মাধ্যমে সকলের সম্পর্ক স্থাপন বা সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু শিল্প এমন কোন প্রতীক বা চিহ্ন (sign) প্রকাশ করে যা দ্বারা এসবই

সম্ভব হয়। এবং এর দ্বারা অনুভূতির সঞ্চালন এবং সংক্রমনও সম্ভব— "একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়।"[১৪] "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।"[১৫] এ ধরনের সংগীত সকলের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে, জাগিয়ে তোলে এক ঐক্যানুভূতি। শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোন দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র আমাদের মনে বেদনার অনুভূতি জাগায়, সমবেদনা সৃষ্টি করে।

টলস্টয়ের মতে, শিল্প হচ্ছে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ। শিল্পী তাঁর স্বকীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পকর্ম করেন বা শিল্প সৃষ্টি করেন। অন্যের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে ধার করে যথার্থভাবে শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। শিল্প সৃষ্টির বোধ ও চেতনা শিল্পীর নিজের জীবন থেকে উঠে আসতে হবে বলে টলস্টয় মনে করেন। এক্ষেত্রে তাঁর মতের সাথে রবীন্দ্রনাথের মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐকতান' কবিতায় সুস্পষ্ট করে বলেন : "সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি/ ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।"[১৬]

আসলে যে কথা কোন শিল্পী বা সাহিত্যিক বলতে চান তার সত্যমূল্য থাকতে হবে। অর্থাৎ তা তার নিজের উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতাজাত হতে হবে। কেউ দারিদ্র্য অনুভব করলেই কেবল দারিদ্র্য নিয়ে ভালো শিল্পকর্ম করতে পারেন। যেমনটি করে কবি নজরুল বলেন: "হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান/ তুমি মোরে দানিয়েছ খ্রিস্টের সম্মান...।"[১৭] সুকান্ত পুর্ণিমার চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি'র সাথে তুলনা করেছেন।[১৮] নিজে বিলাসী জীবনের মধ্যে আজীবন অতিবাহিত করে সর্বহারা বা অসহায় মানুষের কথা ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের নিকট সৌখিন মজদুরী মনে হয়েছে— যার কোন সত্যমূল্য নেই। টলস্টয়ের মতেও শিল্পীর শিল্পকর্মে সত্যমূল্য থাকতে হবে। সৌখিন মজদুরী হলে তা যথার্থ শিল্প হবে না।

শিল্পে অতিরঞ্জনকেও টলস্টয় পছন্দ করেন নি। একজন শিল্পী সুনিপুণভাবে বাস্তবতাকে চিত্রিত করবেন, বিকৃত করবেন না। শিল্প সৃষ্টির সাথে তিনি ঘটনার চমৎকার পরিবেশন, ভাষায় মাধুর্য বৃদ্ধি যা-ই করুন না কেন তা যেন মেকি, অতিরঞ্জন বা অবাস্তব হয়ে না ওঠে— সেদিকে নজর রাখা দরকার বলে তিনি মনে করেন। এ দিক থেকে টলস্টয় শেক্সপিয়রসহ অনেক বিখ্যাতজনের শিল্পকর্মকে সমালোচনা করেন। তিনি দেখান যে, শেক্সপিয়রের অনেক নাটকে মাত্রাতিরিক্ত মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, ঘটনার অস্বাভাবিক নাটকীয়তা তাঁর শিল্পকর্মকে অবাস্তব করে তুলেছে। এই অবাস্তব শিল্প বাস্তব জগতের মানুষের কল্যাণে

কার্যকরী হয় না। টলস্টয়ের মতে, শিল্পকর্ম কাউকে শিখানোর বিষয় নয়। এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা যার অধিকাংশ বিষয়ই নিজেকে আয়ত্ত্ব করতে হয়। নিজের যোগ্যতা না থাকলে বা নিজের আন্তরিকতা না থাকলে কেবল অন্যের শিক্ষার মাধ্যমে কাউকে শিল্পী বানানো সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন যে, আর্ট বা শিল্প শিখাতে গেলে এর স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়। অথচ এই দু'টি বিষয় শিল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাছাড়া এতে করে শিল্পের সত্যমূল্যও থাকে না। নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে স্বকীয় কলা-কৌশলেই একজন শিল্পী কোন শিল্প সৃষ্টি করবেন— এটাই কাম্য। আর এর মাধ্যমে ভালো শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে। শেখানো কৌশল বা বুঝিয়ে দেওয়া ধারণার ওপর নির্ভর করে স্বার্থক শিল্প গড়ে ওঠে না। টলস্টয়ের মতে, প্রকৃত বা যথার্থ শিল্প (true art) বাস্তবধর্মী চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ। যথার্থ শিল্পের সুস্পষ্ট আকার (form) এবং বিষয় (content) থাকে। এই আকার ও ধারক কোন ধারণা ও অনুভূতি যা ঐ শিল্পকর্মে প্রকাশিত হয় তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। শিল্পকে টলস্টয় প্লেটোনিক 'অনুকরণতত্ত্বের' হাত থেকেও মুক্ত করতে চেয়েছেন। প্লেটোর অনুকরণতত্ত্ব (the theory of imitation) অনুযায়ী শিল্প হলো অনুকরণ বা নকল। এটি নকলের নকল। কেননা এটা বস্তুজগত যাকে প্লেটো ছায়া বা অনুলিপি (copy) বলেছেন, তারই নকল। প্লেটো বস্তুজগতের সবকিছুকে ধারণার জগতের ধারণার অনুলিপি বলে মনে করতেন। টলস্টয়ের মতে, শিল্প বাস্তবজগতের বাস্তবতারই ফসল। কোন আধ্যাত্মিক জগতের অনুকরণ করা নয়, বরং দৃশ্যমান জগতের মানুষের কল্যাণ কামনায় তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সৃষ্ট। তাঁর ভাষায় :

> Art is not, as the metaphysicians say, the manifestation of some mysterious idea, beauty, God; not, as the aesthetician-physiologists say, a from of play in which man releases a surplus of stored-up energy; not the manifestation of emotions through external signs; not the production of pleasing objects; not, above all. Pleasure; but is a means of human communication, necessary for the life and for the movement towards the good of the individual man and of mankind, uniting them in the same feelings.[১৯]

টলস্টয় সত্যিকারের শিল্পের সাথে নকল বা মেকি (counterfeit) শিল্পের পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, কোন কিছু পড়ে, দেখে, শুনে কারও মনে যদি কোন বিশেষ অনুভূতি না জাগে, অন্যের অনুভূতির সাথে তাঁর অনুভূতি যদি অনেক দিক থেকে মিলে না যায়, শিল্প বলে কথিত বস্তু বা বিষয় যদি মানুষের সাথে মানুষের ধারণা বা অনুভূতির সংক্রমনের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ না করে তাহলে তা সত্যিকারের শিল্প নয়। সত্যিকারের শিল্প ও নকল শিল্পের পার্থক্য করতে গিয়ে টলস্টয় সুস্পষ্ট করে বলেন :

> There is one indubitable indication distinguishing real art from its counterfeit, namely, the infectiousness of art. If a man, without exercising effort and without altering his standpoint on reading, hearing, or seeing another man's work, experiences a mental condition which unites him with that man and with other people who also partake of that work of art, then the object evoking that condition is a work of art. And however poetical, realistic, effectful, or interesting a work may be, it is not a work of art if it does not evoke that feeling (quite distinct from all other feelings) of joy and of spiritual union with another (the author) and with others (those who are also infected by it).[২০]

টলস্টয়ের মতে, শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো আন্তরিকতা (sincerity)। একজন শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির নিমিত্তে তাই যথেষ্ট যত্নবান ও সতর্ক হতে হয়। পেশাদারীত্ব শিল্পীর এই সতর্কতা ও আন্তরিকতা খর্ব করতে পারে। তাই শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে পেশাদারীত্বকে টলস্টয় কাম্য মনে করেননি। শিল্পকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা এক বিষয় এবং নিজের আন্তরিক তাগিদ বা প্রেরণা থেকে শিল্প সৃষ্টি করা অন্য বিষয়। শিল্পী যখন সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধির জন্য বা কোন মানসিক দায়বদ্ধতা থেকে কোন শিল্প সৃষ্টি করেন তখনই তার মধ্যে যথার্থ অর্থে আন্তরিকতা ও সতর্কতা থাকতে পারে। কিন্তু নিতান্ত জীবন-যাপনের মাধ্যম হিসেবে শিল্পকে ব্যবহার করলে তার শিল্পগুণ নয় বরং তার বাণিজ্যিক গুণ বা অর্থনৈতিক মূল্যই মূখ্য হয়ে ওঠে। টলস্টয় শিল্পমূল্য বা নান্দনিক মূল্যের সাথে অর্থনৈতিক মূল্যকে এক করে দেখার বিপক্ষে। তাই তিনি মনে করেন যে, পেশাদারীত্ব একজন শিল্পীকে যথার্থ শিল্পী হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। পেশাদার শিল্পী শিল্পকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে, লক্ষ্য হিসেবে নয়; সেখানে তার শিল্পগুণ নয়, অর্থ উপার্জন বা জীবন যাপনের উপাত্ত সংগ্রহই মূখ্য হয়ে ওঠে। শিল্পের লক্ষ্য বাণিজ্যিক হতে পারে না।

টলস্টয়ের মতে, শিল্প হবে নৈতিক চেতনা প্রকাশের মাধ্যম। শিল্পে সৌন্দর্য থাকবে কিন্তু সৌন্দর্য শিল্পের মূখ্য বিষয় নয়, বরং নৈতিকতাই মূল বিষয় হওয়া উচিত। কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করে একজন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। তাছাড়া সৌন্দর্যের কোন বস্তুগত সংজ্ঞা নেই। সৌন্দর্য ব্যক্তিমনের বিশেষ অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। সৌন্দর্য আত্মগত। কিন্তু শিল্পের মধ্যে নৈতিক চেতনা বিদ্যমান হলে তা অনেকটা সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। আর কোন শিল্পকর্মের মান নির্ভর করে এই নৈতিক চেতনা প্রকাশের ব্যাপকতার ওপর। প্লেটোর মতো তিনি সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে এক করে দেখেননি। কিন্তু প্লেটোর মতো করে তিনি শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্য হিসেবে নৈতিক অনুভূতি জাগ্রত করার প্রতি জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, প্লেটো তাঁর আদর্শরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় শিল্পীদের কেবল মহৎ কিছু সৃষ্টি করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এমনকি এ বিষয়ে তিনি কবি-সাহিত্যিক তথা শিল্পীদের বাধ্য করতেও উদ্যোগী হয়েছে। প্লেটো তাঁর ভাববাদী দর্শনে মঙ্গলের ধারণা (Idea of good)-কে পরম সুন্দর (Absolute beauty) এবং পরম সত্য (Absolute truth)-এর সাথে একাত্ম করেছেন। তাঁর Symposium, Republic, Phaedo, Phaedrus, Philebus ইত্যাদি বিভিন্ন রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা করেন তাতে তার মূল ভাববাদী দর্শনের ধারণার জগতের সাথেই তার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। তিনি মঙ্গলের ধারণাকে সৌন্দর্যের সাথে এক করে দেখেছেন বিধায় শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে তিনি মঙ্গলের সাথেই তাকে সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন। আর যা কিছু divine Idea এর সাথে সম্পর্কিত নয় প্লেটোর মতে, তা সুন্দর নয়। শিল্প সুন্দরের কথা বলবে। তাই তাকে মঙ্গলের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। পার্থিব জগতে তিনি মঙ্গল বলতে নৈতিকতাকেই বুঝেছেন। তাই শিল্পকে তিনি নৈতিকতার সাথে একাত্ম করতে চেয়েছিলেন। Republic গ্রন্থে তিনি কবি-সাহিত্যিকদের কদর্য কাহিনী বর্জন করে ভালো কাহিনী ভালো চিত্র একথায় নৈতিকতা জাগ্রত করতে পারে এমন শিল্পচর্চা করতে বাধ্য করার কথাও বলেছেন। প্লেটোর ভাষায় :

> আমাদের রাষ্ট্রে যত শিল্পী-সাহিত্যিক আছেন তাঁদের আমরা যা কিছু মহৎ ও সুন্দর তারই মহিমা প্রচার করতে বাধ্য করব। যদি তাঁরা আদেশ অমান্য করেন তাদের দেশছাড়া করতেও দ্বিধা করব না। এছাড়া সব রকম শিল্পকর্ম ও কারুকলার উপরও আমরা লক্ষ রাখব যাতে চিত্রে, ভাস্কর্যে বা বাস্তুকলায় শিল্পীর নীচতা বা সংকীর্ণতার ছাপ পরিস্ফুট হতে না পারে। শিল্পী আমাদের নির্দেশমত কাজ না করলে তাকে শিল্পকর্মে হাত দিতে দেওয়া হবে না।[২১]

তবে নৈতিকতার সাথে টলস্টয় ধর্মীয় অনুভূতিকেও অনেকটা একাত্ম করে দেখেছেন। তাই তাঁর এই নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যকে ধর্মীয় নৈতিক মূল্য বলে আখ্যায়িত করা চলে। টলস্টয়ের মতে, শিল্প সর্বোচ্চ যে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে তা ধর্মীয় অনভূতির সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মতে, ভালো শিল্প হলো ধর্মীয় শিল্প। তাই নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য অবশ্যই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। প্লেটো যেমন তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে সাহিত্যকে ধর্মভীরু ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ হওয়ার ওপর জোড় দেন, তেমনি টলস্টয়ও ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার সহায়ক হিসেবে শিল্পকে দেখতে চেয়েছেন।

শিল্প কোন বিশেষ শ্রেণির জন্য নিবেদিত হতে পারে না বলে টলস্টয় মনে করেন। তাঁর মতে, এটি হবে সব শ্রেণির লোকের জন্য। শিল্প যেহেতু সকলের জন্য অর্থাৎ সকল শ্রেণির জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত, তাই শিল্পকে সকলের জন্য বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। সকলে বুঝতে পারবে এমনভাবেই শিল্পীদের কোন শিল্পকর্ম উপস্থাপিত হওয়া উচিত। টলস্টয়ের মতে, ভালো ও মহৎ শিল্পের অন্যতম আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হলো তা সর্ব মহলে বোধগম্য হওয়া। তাঁর ভাষায় : "The activity of art is a very important activity, as important as the activity of speech, and as widely spread.[২২] এভাবে শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ও শিল্পের বোধগম্যতাকে তিনি সমর্থক বলেই চিহ্নিত করেছেন। শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী যে ভাব প্রকাশ করবেন তা যত মানুষ বুঝবে ততই শিল্পীর সার্থকতা। অধিকাংশ লোকের বিচারে ভালো হলেই সেই শিল্পকর্ম ভালো বলে টলস্টয় মনে করেন। এ বিষয়ে তিনি বেশ কঠোর অবস্থান নেন বলে মনে হয়। কেননা, তাঁর মতে, অবোধগম্য ও অ-নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিগত বিষয়কে শিল্প বলা চলে না। এতেকরে শিল্পের সংজ্ঞাই অর্থহীন হয়ে যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। আমরা জানি, শিল্প সমালোচনা নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু টলস্টয়ের নিকট এটি অর্থহীন। তাঁর মতে, ভালো শিল্পের মানদণ্ড যেহেতু ভালো বোধগম্য হওয়া, তাই কোন শিল্প ভালো হলে তা অধিকাংশ লোকের নিকটই ভালো বলে প্রতীয়মান হবে। অন্যকথায় অধিকাংশ লোক যখন কোন শিল্পকর্মকে বুঝবে তখনই তাকে ভালো শিল্প বলে অভিহিত করা যাবে। তাই শিল্পসমালোচনা অপ্রসাংগিক ও নিষ্প্রয়োজন। শিল্পের উদ্দেশ্য সর্বজনীন হওয়া। সর্বজনীন হবার মধ্যে একটি শিল্পকর্মের সার্থকতা নির্ভর করে। তবে একজন শোতা, দর্শক, পাঠক অর্থাৎ শিল্প

উপভোগকারী যদি কোন কিছু উপভোগ করে অন্যের অনুভূতি দ্বারা আলোড়িত হতে পারে, তবে তাকেও শিল্প বলা যাবে। টলস্টয়-এর ভাষায় : "Once the spectators or listeners are infected by the same feeling the author has experienced, this is art."[২৩] আসলে শিল্প তাঁর সৃজন দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করে, মানুষের মধ্যে কোন অনুভূতি সঞ্চালিত করে এই অনুভূতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে টলস্টয় বলেন :

> Feelings, the most diverse, very strong and very weak, very significant and very worthless, very bad and very good, if only they infect the reader, the spectator, the listener, constitute the subject of art. The feeling of self-denial and submission to fate or God portrayed in a drama; the raptures of lovers described in a novel; a feeling of sensuousness depicted in a painting; the briskness conveyed by a triumphal march in music; the gaiety evoked by a dance; the comicality caused by a funny anecdote; the feeling of peace conveyed by an evening landscape or a lulling song—all this is art.[২৪]

বিভিন্ন ধরনের শিল্প-মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষে মধ্যে সংহতি-সৌহার্দ সৃষ্টি হবে। শিল্পের সার্থকতা সেখানেই। আধুনিক বাঙালি কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায়ও বিধৃত হয়েছে টলস্টয়ের এই সুর। তাঁর ভাষায়:

> আমি শ্রমজীবী মানুষের
> উদ্বেল অভিযাত্রার কথা বলছি
> আদিবাস অরণ্যের
> অনার্য সংহতির কথা বলছি,
> আমি অতীত এবং সমকালের কথা বলছি।
> শৃংখলিত বৃক্ষের ঊর্ধ্বমুখী অহংকার কবিতা
> আদিবাস অরণ্যের অনার্য সংহতি কবিতা।[২৫]

আসলে শিল্পের ধরন যাইহোক না কেন, টলস্টয়ের মতে, গুরুত্বপূর্ণ হল অনুভূতির সংক্রামন; এর ওপরই এর মানের মাত্রা নির্ভর করে। তাঁর মতে, অনুভূতির সঞ্চাল বা সংক্রমনের মাত্রা নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর। কত বেশি ব্যক্তি এর দ্বারা সংক্রমিত হল, কত সহজে তা সঞ্চালিত হল এবং শিল্পীর কতটা আন্তরিকতা ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, টলস্টয় শিল্পকে জীবনের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে দেখেছেন। তাঁর এই অকৃত্রিমতার বৈশিষ্ট্যটি শিল্পের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলেও তিনি যেভাবে সহজ ও সর্বজন বোধগম্যতাকেও শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক শিল্পের বৈশিষ্ট্য বলেছেন সে ক্ষেত্রে সমালোচনার অবকাশ

রয়েছে। সহজবোধ্য না হলেই যে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বা শিল্প হবে না এমন কথা বলা চলে না। এমনকি টলস্টয়ের *War and Peace* নামক বিখ্যাত রচনাটিও কিন্তু সহজবোধ্য ধরনের শিল্পকর্ম নয়। তাহলে কি এই রচনাকে শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য বলা যাবে না? মাইকেল মধুসুধন দত্তের *মেঘনাদ বধ* মহাকাব্যটি নিদারুন কঠিন্যের শিকার। তাই বলে একে নিম্নমানের সাহিত্য বলে কেউ উপেক্ষা করে না। একথা সত্য যে, সাহিত্যে বা শিল্পকর্মে সকলের অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু কোন শিল্পকর্মকে সকলের জন্য একই রকমভাবে বোধগম্য করা একজন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। আসলে শিক্ষা-দীক্ষা, রুচিবোধ, মেধা ও প্রজ্ঞার ধরন অনুযায়ী কোন শিল্পকর্ম বোঝার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে তারতম্য হতে পারে। এই তারতম্যের দ্বারা শিল্পের মান নির্ধারণ করাটা সর্বক্ষেত্রে যৌক্তিক নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম, আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম, এ ধরনের কথা অশ্রদ্ধেয়। সর্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমন্ত্রণ সভায় আমরা বাইরের আঙ্গিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা করি— সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড়লোক বলি তাদের জন্যেই। শিশুদের আমরা অশ্রদ্ধা করি বলেই শিশুসাহিত্যের রচনার ভার গোঁয়ার সাহিত্যিকদের উপর। তারা ছেলেমানুষির ন্যাকামি করাকে ছেলেদের সাহিত্য বলে মনে করে। আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এইজন্যে আমি আমাদের বিদ্যালয়ে যখন ছেলেদের পড়াই তখন তাদের জন্য যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি— এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের জন্য। অবশ্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় যাতে শিশুরা এই সাহিত্যের রস বুঝতে পারে। এ চেষ্টা করে আমি বিফল হয়েছি, তা বলতে পারি নে।[২৬]

রবীন্দ্রনাথ সহজবোধ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও এটা বিশ্বাস করতেন যে, গুণীর ভাবের স্তরে ওঠার ওপরই বরং শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল। কিন্তু গুণীর সেই ভাব কাউকে বুঝতে হলে তার উচ্চতর বোধ প্রয়োজন। সবার পক্ষে উচ্চতর শিল্পরস আস্বাদন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ *সাহিত্য ও সর্বসাধারণ* শীর্ষক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট করে বলেন: "যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না— সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে— সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নিচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে।"[২৭]

রবীন্দ্রনাথের এ কথার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি শিল্পের মাত্রাভেদ স্বীকার করেন। শিল্পের উৎকর্ষ অনুযায়ী তিনি শিল্প উপভোগকারীদের বোঝার উৎকর্ষকেও সম্পর্কিত করেন। এটা একটা ভালো বিবেচনা। কিন্তু টলস্টয় যখন ভালো শিল্প বলতে তা সবার নিকট বা সর্বাধিক লোকের নিকট বোধগম্য হওয়াকে বোঝান, আবার শিল্পকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে সংহতি স্থাপনের মাধ্যম বলে চিহ্নিত করেন তখন তাঁর কথায় অনেকটা স্ববিরোধিতা এসে যায় বলে মনে হয়। কেননা সব শ্রেণির মানুষের কাছে কিছু কিছু শিল্প ভালো লাগলেও এমন অনেক শিল্প আছে যা কোন বিশেষ শ্রেণির কাছে ভালো লাগে কিন্তু অন্য শ্রেণির নিকট ভালো লাগে না। অনেক সময় বোধগম্যতার মাত্রা অনুসারেও এই তারতম্য ঘটে থাকে।

লেখাপড়া করে যারা
কতকিছু জানে তারা
ভুলে যারা থাকে বোকা
পদে পদে খায় ধোঁকা,
বাহুবল শেষ হয়
জ্ঞানবল আনে জয়।
এসো তাই লিখি পড়ি
বড় হয়ে দেশ গড়ি,
শিক্ষার ক্ষয় নাই
বিপদেও ভয় নাই।[২৮]

এটি একটি শিশুতোষ ছড়া। এই শিল্পটি শিশুদেরও বোধগম্য। শিশুরা ছড়াটি পছন্দ করবে। তবে বড়দের নিকটও এটি অপছন্দ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সবার বোধগম্য হলেও কিছু শিল্প আছে যা এক বিশেষ শ্রেণির নিকট ভালো লাগে। যেমন– "বন্ধু যখন বউ লইয়া আমার বাড়ীর সামনে দিয়া রঙ্গ কইরা হাইট্ট্যা যায়,/বুকটা ফাইট্ট্যা যায়।"[২৯] এ ধরনের শিল্প কোন বিশেষ শ্রেণির নিকট বোধগম্য এবং ভালো লাগার বিষয় হতে পারে। কিন্তু এক শ্রেণির লোকের নিকট এটা বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও ভালো লাগবে না। আবার কিছু শিল্প আছে যা খুবই কম লোকের নিকট বোধগম্য হতে পারে, যেমন :

যদি প্রশান্ত মহাসাগরে এক ফোটা জল আর নাও থাকে
যদি গঙ্গা ভল্গা হোয়াংহো নিজেদের শুকিয়েও রাখে
যদি বিষুভিয়াস ফুজিয়ামা একদিন জ্বলতে জ্বলতে জ্বলেও যায়,
তবুও তুমি আমার।[৩০]

আবার

আমি গঙ্গা থেকে মিসিসিপি হয়ে ভল্‌গার রূপ দেখেছি
অটোয়া থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে প্যারিসের ধুলো মেখেছি
আমি ইলোরার থেকে রং নিয়ে দূরে শিকাগো শহরে দিয়েছি
গালিবের শের তাসখন্দের মিনারে বসে শুনেছি
মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে গোর্কীর কথা বলেছি
বারে বারে আমি পথের টানেই পথকে করেছি ঘর।
আমি এক যাযাবর।[৩১]

এ গান দু'টির বোধগম্যতার জন্য শ্রোতাকে পৃথিবীর বিভিন্ন নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, আগ্নেয়গিরি বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। কোন কম জ্ঞানী, স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি এ ধরণের শিল্পের অর্থ না বোঝেন এবং শিল্পরস আস্বাদন না করতে পারেন তাহলে তার দায় সংশ্লিষ্ট শিল্পীর হতে পারে না।

শিল্পের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ও ভ্রাতিত্ববোধ সৃষ্টি করার কথা বলেছেন টলস্টয়। তাঁর মতে, সত্যিকারের সর্বজনীন শিল্প এমন প্রত্যয় (perception) প্রকাশ করে যে, মানুষ একে অন্যকে সম্মান করবে, বুঝতে চেষ্টা করবে এবং ভ্রাতিত্ববোধ সৃষ্টি করবে। প্রাথমিকভাবে শিল্প এক ধরনের সেতুবন্ধন যা শিল্পী ও শিল্প উপভোগকারী উভয় শ্রেণির মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। টলস্টয়ের ভাষায় :

> Every work of art results in the one who receives it entering into a certain kind of communion with the one who produced or is producing the art, and with all those who, simultaneously with him, before him, or after him, have received or will receive the same artistic impression.[৩২]

শিল্প মানুষে মধ্যে যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে তা মানুষের সামাজিক সংহতির জন্য খুবই জরুরি। যারা শিল্প রসিক নন তারা এই সংহতির মূল্য বোঝেন না। এ ধরনের ভাবধারাই ফুটে উঠেছে বাঙালি কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্-এর কবিতায়। শিল্পের অন্যতম শাখা কবিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেন:

নদী এবং সমুদ্রের মোহনার মত
সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কবিতা
.....

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে তরংগের সৌহার্দ থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
নিঃসংগ বিষাদ তাকে অভিশপ্ত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মূক ও বধির থেকে যাবে।[৩৩]

শিল্পের সাথে মানুষের আবেগ অনুভূতি জড়িত হতে পারে, তাই শিল্পের মাধ্যমে মানুষে মানুষে সম্পর্কের জাল বিস্তার করা সহজতর হয়ে ওঠে। মানুষের কথা বা অন্য কোন কাজের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হলেও তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই আবেগ অনুভূতির বিষয়টি খুব একটা কাজ করে না। কিন্তু শিল্পের প্রতি মানুষের আবেগ ও ভালোলাগা সৃষ্টি হয় যা শিল্পী ও শিল্পরসিক এমনকি সর্ব সাধারণের মধ্যে এক অনুপম সম্পর্ক সৃষ্টির সহায়ক হয়। সাধারণভাবে গড়ে ওঠা সম্পর্কের সাথে শিল্পের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্কের পার্থক্য রয়েছে। টলস্টয় শিল্প মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্কের সাথে সাধারণভাবে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে তুলনা করতে গিয়ে বলেন :

> As the world which conveys men's thoughts and experiences serves to unite people, so art serves in to unite people, so art serves in exactly the same way. The peculiarity of this means of communication, which distinguishes it from communion by means of the world, is that through the word a man conveys his thoughts to another, while through art people convey their feelings to each another.[৩৪]

একজন শিল্পী যখন কোন শিল্প সৃষ্টি করেন তখন যে অনুভূতি দ্বারা সে চালিত হয় সেই অনুভূতি সকলের হয় না। ঐ শিল্পকর্ম যখন প্রকাশিত হয়, মানুষ যখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয় বা তা উপভোগ করে তখন তারাও কম বেশী সেই অনুভূতির অংশীদার হয়ে ওঠে। মানুষের এই অনুভূতির যোগাযোগ অত্যন্ত সুনিবিড়ভাবে কাজ করে। শিল্পকে তাই মানবিক অনুভূতির সঞ্চালনার নিয়ামক বলে চিহ্নিত করা চলে। টলস্টয় তাঁর *What is Art* গ্রন্থে শিল্পকে 'মানবিক ক্রিয়া' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩৫] অন্যত্র তিনি বলেন :

> A work of art is then finished when it has been brought to such clearness that it communicates itself to others and evokes in them the same feeling that the artist experienced while creating it.[৩৬]

টলস্টয় দেখান যে, মানুষের প্রভাবিত হওয়া বা অন্যের অনুভূতি দ্বারা সংক্রমিত হবার ক্ষমতা অনেকটা সহজাত। তিনি এই ক্ষমতাকে অভ্যার্থনা জানিয়েছেন। মানুষের এই প্রভাবিত হওয়া এবং সংক্রমিত হওয়ার ক্ষমতা শিল্প মাধ্যমে তরান্বিত হয়। অর্থাৎ শিল্পকর্ম এই ক্ষমতাকে জাগ্রত করে। অন্যের অনুভূতি ও ধারণা মানুষ সহজে ধারণ করে শিল্পের মাধ্যমে। এই ধারণ ক্ষমতা না থাকলে সে যথার্থ মানুষ হতে পারে না। তিনি এদেরকে বন্য পশু এবং kasper huser এর সাথে তুলনা করেছেন। শিল্প দ্বারা প্রভাবিত বা সংক্রমিত না হতে পারা মানুষকে তিনি যথার্থ সভ্য মানুষ মনে করেন না, তাঁর মতে, এ ধরনের মানুষ এখনও আদিম অবস্থায় রয়েছে, তারা মূলত সমাজ বিচ্ছিন্ন এবং বৈরী মানসিকতার ধারক। টলস্টয়ের ভাষায় : "If men were not possessed of this other capacity – that of being infected by art – people would perhaps be still more savage and, above all, more divided hostile.[৩৭] শিল্প রসিক ও শিল্প দ্বারা প্রভাবিত না হতে পারাকে টলস্টয় যেভাবে অনগ্রসরতা অসভ্যতা এবং বিভেদ-বিদ্বেষকারিতার সাথে একাত্ম করে দেখেছেন তেমনটি আমরা লক্ষ করি বাঙালি কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌র কবিতায়। আমরা জানি, কবিতা হল খুবই জনপ্রিয় একটি শিল্প। একে যারা পছন্দ করেন না বা এর দ্বারা যারা প্রভাবিত হতে পারেন না তাদের সম্পর্কে এই কবি তাঁর কাব্যের ভাষায় বলেন :

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।[৩৮]

অর্থাৎ কবিতা বা শিল্প সকলকে আকৃষ্ট করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে, টলস্টয়ের মতে, এক্ষেত্রে শিল্পকে যথার্থ অনুভূতি জাগানিয়ার ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে করে মানুষের মধ্যে সহানুভূতি জাগাতে পারে এবং তা সঞ্চালিত হতে পারে।

শিল্পের এই সঞ্চালন ক্রিয়াটির জন্য একজন শিল্পী মানবসমাজের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাববিস্তার করতে পারেন বলে টলস্টয়-এর মতানুযায়ী অনুমিত হয়। তিনি একথা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, একজন শিল্পীর দায়িত্ব হলো সুন্দর ও সহজভাবে মানুষের হৃদয়ে শিল্পের অনুভূতি বা শিল্পের মাধ্যমে

সংহতির অনুভূতিকে গেথে দেওয়া। মূলত এজন্যই টলস্টয় শিল্পকে সহজবোধ্য করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে একথাও বলা দরকার যে, সহজ-সরল-সাবলীলভাবে যে কোন অনুভূতি সর্বসাধারণের মনে সঞ্চালিত করে দিতে পারাটাই শিল্পীর কাজ বলে টলস্টয় মনে করেননি। তাঁর মতে, শিল্প মানব মনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতির সঞ্চালন করবে। সেই অনুভূতি হবে কল্যাণকর। মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এই অনুভূতি রাখতে পারবে বলিষ্ঠ ভূমিকা। শিল্পকে তিনি মানবকল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, কেবল আনন্দ অন্বেষণ বা বিনোদন লাভই শিল্পের লক্ষ্য নয়। শিল্পের মাধ্যমে মানবিক সংহতি সৌহার্দ গড়ে উঠবে। শিল্প হচ্ছে মানুষের অনুভূতির ঐক্য। অনুভূতির লেনদেনের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে ঐক্যানুভূতি সৃষ্টি ও এর মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ তরান্বিত করার কথা বলেছেন টলস্টয়। তাঁর ভাষায় :

> Art is not a pleasure, a solace, or an amusement; art is a great matter. Art is an organ of human life transmitting man reasonable perception into feeling, in our age the common religious perception of men is the consciousness of the brotherhood of manÑwe know that the well-being of man lies in union with his fellow men.[৩৯]

এখানে স্পষ্ট হয় যে, টলস্টয় 'কলা-কৈবল্যবাদী' নন। অর্থাৎ শিল্পের জন্যই শিল্প' (art for art's sake) এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কেননা শিল্পকে তিনি মানকল্যাণের বাহক বা মাধ্যম বলে চিহ্নিত করেছেন। কলা কৈবল্যবাদীরা এ ধরনের মত গ্রহণ করেন না। তাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' চর্চা করবেন। কান্ট প্রমুখ বিশুদ্ধ ভাবনার শিল্পতাত্ত্বিকরা শিল্পের মধ্যে হয়তো 'purposiveness without a purpose' খুঁজবেন। কিন্তু রুশ চিত্রসমালোচক চের্নিসেভস্কি বলেছেন: 'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটি আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। যেমন অদ্ভুত লাগবে 'ধনসম্পদের জন্য ধন সম্পদ' বা 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান' এ ধরনের শ্লোগান যদি কেউ দেয়— সেগুলি শুনে।"[৪০] তিনি আরও বলেন: "ধন সম্পদ মানুষের ব্যবহারের জন্য, বিজ্ঞান যেমন মানুষের অগ্রগমনের সাহায্যকারী, শিল্পকলাকেও মানুষের জীবনের সেবার অঙ্গ হিসেবেই দেখতে হবে।"[৪১] তবে কলাকৈবল্যবাদের পক্ষে জোড়ালো যুক্তি, আমার কাছে মনে হয়, এটা শিল্পের প্রসারের জন্য সহায়ক। শিল্প যদি ফমায়েশী হয় তাহলে তা হয়ে পড়ে অবগুণ্ঠিত। তাছাড়া শিল্প চেতনা সর্বদা কোন উদ্দেশ্য (সেটা কল্যাণকর হোক বা না হোক) তাড়িত হবে এমনটি আশা করা চলে না। তাই টলস্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করে।

শিল্পের লক্ষ্য যদি হয় মানবকল্যাণ তাহলে মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে কোন শিল্পচর্চা বা শিল্পকর্ম হওয়া সঙ্গত হতে পারে না। নিছক কোন ধনবানের মনরঞ্জনের জন্য বা খেয়ালী হৃদয়ের হেয়ালীপূর্ণ আচরণের জোগান দিতে শিল্প সৃষ্টি হবে— এমনটি কাম্য নয়। টলস্টয় তাঁর *What is Art* গ্রন্থের প্রথম দিকেই এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, অনেক বিলাসী ব্যক্তি শিল্পের নামে অনেক মানুষের শ্রম ব্যবহার করে। এই সকল শ্রমের যথার্থ মূল্যও অনেক সময় দেওয়া হয় না। তিনি এ ক্ষেত্রে তাঁর দেশ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকদের জীবনের নানাবিধ কষ্টের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বিশেষকরে আর্ট বা শিল্পের নামে স্থূল কামনানির্ভর বিভিন্ন আনন্দ-ফূর্তি ও কথাকথিত নান্দনিকতার আয়োজন করতে যেসকল শ্রমজীবী কাজ করেন তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায় : "So, one is quite at a loss as to whom these things are done for the man of culture is heartly sick of them while to a real working man they are utterly incomprehensible."[৪২]

উপরতলার মানুষের মনরঞ্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত সম্পদ এবং অভাবী মানুষের অক্লান্ত শ্রম দিয়ে গড়ে ওঠা বিলাসী শিল্পকর্ম কখনই কাম্য নয় বলে টলস্টয় মত প্রকাশ করেছেন। তাহলে কি 'তাজমহল'কে যথার্থ শিল্পকর্ম বলবো না? টলস্টয়ের মতানুযায়ী বিচার-বিচেনা করলে এটা যতই মনোমুগ্ধকর শিল্পকর্ম হোক না কেন এটা কখনও কাম্য শিল্পকর্ম হতে পারে না। এ ধরনের মতের সাথে অন্তত নৈতিকভাবে একমত পোষণ করা যেতে পারে। কেননা সর্বসাধারণের অর্থ ব্যবহার করে হাজার হাজার অভাবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে সম্রাট যদি তার নিজ স্ত্রীকে ভালোবাসার দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন মনোমুগ্ধকর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন তাহলে সে ক্ষেত্রে নৈতিক আপত্তি উঠতেই পারে। তবে নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য সর্বদা নৈতিক মূল্যকে আমলে নিবে এমন কথা আবার সকলে মানেন না। 'শিল্পের জন্য মানুষ নয়; বরং মানুষের জন্যই শিল্প'— এই মানসিকতাই ফুটে উঠেছে টলস্টয়ের আলোচনায়। তবে সেই মানবকল্যাণের বিষয়টিও যেন কোন বিশেষ সুবিধাভোগী বা ভাগ্যবান ভদ্রলোকদের বিলাসিতা বা আনন্দের খোরাক হয়েই না থাকে সে দিকটির প্রতি তিনি নজর দিতে বলেছেন। শিল্পের অধিকার সকলের। সকলেরই শিল্প উপভোগের অধিকার রয়েছে। কিন্তু টলস্টয় ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখান যে, বিভিন্ন সময়ে একশ্রেণির মানুষকে শিল্প উপভোগ নয় কেবল শিল্প সৃষ্টির জন্য শ্রম প্রদান করতেও বাধ্য করা হয়েছে। তবে আধুনিক যুগে এই প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন।[৪৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে, লিও-টলস্টয় শিল্পকে সামাজিক যোগাযোগ, সহমর্মিতা প্রকাশ ও সংহতি সৃষ্টির মাধ্যমে মনে করেছেন। অন্যদিকে, তিনি শিল্পকে নৈতিক আদর্শ শিক্ষার বাহক হিসেবেও দেখতে চেয়েছেন। এ সকল প্রচেষ্টা সমাজ-নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে যারা কেবল 'শিল্পের জন্যই শিল্প' চর্চা করার কথা বলেন তাদের নিকট বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। এসংক্রান্ত দিক আমরা এ প্রবন্ধের যথাস্থানে আলোচনা করেছি। তবে শিল্পের জন্য শিল্প চর্চা করার নামে যারা শিল্পকে সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত করে শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে চান তাদের প্রতি বলা চলে যে, স্বাধীনতা অর্থ যা ইচ্ছা তা-ই করা নয়। যে কর্মের মাধ্যমে সমাজের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মানুষের অকল্যাণ হয় এমন কাজ কেবল শিল্পের নামেই নয় কোন অজুহাতেই করা শ্রেয় নয়। তাই লিও-টলস্টয় যে মানকল্যাণমূলক শিল্পচর্চা করার কথা বলেছেন তার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ থাকলেও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে বোধ হয় বিতর্ক কাম্য নয়। শিল্পকে বাস্তবধর্মী ও সহজবোধ্য করার প্রতি তাঁর আহ্বানও যথার্থ বলে মনে করা যায়। তবে এর মাধ্যমে এটা বলা চলে না যে, কোন কল্প-কাহিনী বা দুর্বোদ্ধ শিল্পের কোন মূল নেই । অন্যদিকে, টলস্টয় শিল্পকে শ্রেণিবৈষম্যহীনভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য করার যে আহ্বান করেছেন বাস্তবে তা কতটা সম্ভব সে বিচারের বাইরে গিয়েও বলা চলে যে, তাঁর এই আহ্বানের মূল সুর কল্যাণকর।

তথ্যসূত্র

১. Leo. N. Tolstoy, What is Art? Translated by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, Penguin books Ltd. London, 1995, p. 45

২. *Ibid.* p. 75

৩. *Loc. cit.*

৪. *Ibid.* p. 76

৫. *Ibid.* p. 83

৬. *Ibid.* p. 84

৭. *Loc. cit.*

৮. "... art is an external manifestation, by means of lines, colours, gestures, sounds, or words, of emotions experienced by man (veron)." *Loc. cit.*

৯. "... art is the production of some permanent object or passing action, which is fitted not to supply an active enjoyment to the producer, but to convey a pleasurable impression to a number of spectators or listeners, quite apart from any personal advantage to be derived from it." *Loc. cit.*

১০. *Ibid.* pp. 84-85
১১. ৬. *Ibid.* p. 85
১২. *Ibid.* p. 87
১৩. *Ibid.* pp. 88-89
১৪. কথা : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুর : আনোয়ার পারভেজ, কণ্ঠশিল্পী : শাহনাজ রহমতউল্লাহ
১৫. কণ্ঠশিল্পী : মাহ্‌মুদুন্নবী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে রেকর্ডকৃত ও প্রচারিত দেশপ্রেমমূলক সংগীত
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঐকতান*, জন্মদিনে, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ২৫ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩ (বাংলা), ১৮৯৮ (ইংরেজি), পৃ. ৭৮
১৭. কাজী নজরুল ইসলাম, দারিদ্র, আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫৭
১৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, ছাড়পত্র, আখতার ফারুক (মনি) সম্পাদিত, মিতালী প্রকাশরী, ঢাকা, পৃ. ৮১
১৯. Leo. N. Tolstoy, *op cit.,* p. 89
২০. Leo. Tolstoy, *What is Art?* (excerpts), trans. by Almyer Maude, ch. 5 http://www.csulb.eda/~jvancamp/36lr14.html, Date : 15.03.2013, Time : 10:34 PM.
২১. সৈয়দ মকসুদ আলী অনূদিত, *প্লেটোর রিপাবলিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,* ১৯৭৩, পৃ. ১১৫
২২. Leo. N. Tolstoy, What is Art? Translated by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, Penguin books Ltd. London, 1995. p. 90
২৩. *Ibid.* p. 88
২৪. *Loc. cit.*
২৫. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্‌'র *নির্বাচিত কবিতা,* বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১০৪
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য ও সর্বসাধারণ,* সবুজপত্র, কলিকাতা, মাঘ ১৩৩২, ইং ১৯২৬
২৭. *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*
২৮. সুকুমার বড়ুয়া, *লেখাপড়া,* মজার পড়া ১০০ ছড়া, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৬
২৯. লোকসংগীত, কণ্ঠশিল্পী : মমতাজ
৩০. আধুনিক গান, কণ্ঠশিল্পী : মান্না দে
৩১. গণসংগীত, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী : ভূপেন হাজারীকা
৩২. Leo Tolstoy, *op. cit.* pp. 85-86
৩৩. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ,* পৃ. ১০২-১০৩
৩৪. Leo Tolstoy, *op. cit.* p. 86
৩৫. Leo. Tolstoy, *What is Art?* (excerpts), trans. by Almyer Maude, ch. 5 http://www.csulb.eda/~jvancamp/36lr14.html, Date : 15.03.2013, Time : 10:34 PM.

৩৬. তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫৩
৩৭. Leo. N. Tolstoy, What is Art? Translated by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, Penguin books Ltd. London, 1995. p. 90
৩৮. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১০০
৩৯. Leo. Tolstoy, *What is Art?* (excerpts), trans. by Almyer Maude, ch. 5 http://www.csulb.eda/~jvancamp/36lr14.html, Date : 15.03.2013, Time : 10:34 PM.
৪০. শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, পৃ. ২০৯, থেকে উদৃত]
৪১. *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২০৯
৪২. তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১৪৬
৪৩. *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১৪৭

[**Abstract**: Leo Tolstoy (1828-1910), one of the most famous novelist, is also an influential aestheticians who held that art is not for art's sake but it needs to require the ability with which it can be able to serve some positive purposes of human life in society, so that art can be an effective things for society. His view of art is to be entitled as the theory of communication. This is because he defines art as a means of communication. Art for him, is the intentional communication of feeling's which an artist has received through practical experience or even indirect knowledge such as fear, anger, joy, hope, grief etc. According to him, an artist expresses the feeling in such way that the audience to whom the art is presented can share the feeling comfortably. Tolstoy, in his *what is art*, states the view mainly concerning the nature and purpose of art, describing how art can communicate moral value and make unity among the people in society. Tolstoy's purposiveness in art work and criticism of art with some special standards invite some anti-thesis against him. In this article, I like to describe his view of art and try to evaluate it with aesthetic point of view.]